দৈনিক ইনকিলাব

10

JUN 1987
তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা... ... ...১ কলাম ১ ... ...

২২শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৯৪

চ্যান্সেলর পুরস্কারপ্রাপ্ত অনেকেই টাকা পাননি

।। ইনকিলাব রিপোর্ট ।।

গত ৪ জুন বঙ্গভবনে প্রেসিডেন্ট এইচ এম এরশাদ ১শ' ৬৯ জন বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের কৃতী ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে যে 'চ্যান্সেলর পুরস্কার' বিতরণ করেছেন তাদের মধ্যে ২৯ জন ছাত্র-ছাত্রীর পুরস্কারের টাকা দেয়া হয়নি। সকল কৃতী ছাত্র-ছাত্রীকে তাদের সনদপত্রের সাথেই ৫ হাজার টাকার চেক দিয়ে দেয়া হয়েছে। এ ছাড়া বিতরণ করা সনদ পত্রগুলোর অধিকাংশের মধ্যেই নামের বানান, শিক্ষাবর্ষ এমন কি বিভাগের নামে মারাত্মক ভুল রয়ে গেছে বলে প্রকাশ। পুরস্কারের টাকা পাননি এমন একজন কৃতী ছাত্রী এই প্রতিনিধিকে জানান যে, জাতীয় ছাত্র পরিষদের কর্মকর্তাগণ তাদের টাকার দায়িত্ব অস্বীকার করেছেন। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, জাতীয় ছাত্র পরিষদ এই ২৯ জন কৃতী ছাত্রকে অনেক আগেই পুরস্কারের জন্য মনোনীত করেন। তবে পরবর্তীতে ছাত্রদের সেশন, পরীক্ষা

শেষ পৃঃ ৪-এর কঃ দেখুন

টাকা পাননি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

অনুষ্ঠানের সন এবং ফল প্রকাশের সময়ের মধ্যেকার পার্থক্যে ঝামেলা মেটাতে না পেরে অযৌক্তিকভাবে উক্ত ২৯ জনকে তালিকা বহির্ভূত করে যা পরে আবার সংযোজন করা হয়। উক্ত কৃতী ছাত্রী আরও অভিযোগ করেন যে, সনদপত্র বিতরণের সময়ও তাদেরকে যথাবিহিত বিশ্ববিদ্যালয় অনুসারে না দিয়ে, উক্ত ২৯ জনকে সব শেষে আলাদাভাবে শুধু সনদ প্রদান করা হয়। এতে তারা খুবই অসন্তুষ্ট হয়েছেন। এস,এস,সি এবং এইচ,এস,সি পরীক্ষার কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের পুরস্কার বঙ্গভবনে প্রদান না করে শুধু বসিয়ে রাখায় তারা খুবই অতৃপ্তবোধ করেন বলে জানা গেছে। তারা সকলেই প্রেসিডেন্টের কাছ থেকে 'চ্যান্সেলর পুরস্কার' গ্রহণ করতে আগ্রহী ছিলেন। এই সকল ছাত্র-ছাত্রী কোন ভ্রমণ এবং দৈনিক ভাতা ছাড়াই ঢাকায় বার বার ডেকে পাঠানোর হয়রানি স্মরণ করে ততোধিক হতাশা ব্যক্ত করেছেন।

গতকাল ওসমানী মেমোরিয়াল হলে এস,এস,সি এবং এইচ,এস,সি কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে শিক্ষামন্ত্রী জনাব মাহবুবুর রহমান সনদপত্র বিতরণ করেন। প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ অনুযায়ী, ত্রুটিপূর্ণ ব্যবস্থাপনার জন্য অধিকাংশ অভিভাবকই বসার জায়গা পাননি এবং কৃতী ছাত্রদের আসনও সুশৃংখলভাবে সারিবদ্ধ না থাকায় সারাক্ষণই অব্যবস্থা পরিলক্ষিত হয়। এর ফলে সকাল বেলার নির্ধারিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বিকেল পর্যন্ত স্থগিত রাখতে হয়। তবে দুপুরে কোন আপ্যায়নের ব্যবস্থা রাখা হয়নি। অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা জাতীয় ছাত্র পরিষদের কতিপয় কর্মকর্তা নিমন্ত্রিত অভ্যাগতদের সাথে অশোভন আচরণ করেছেন বলেও অভিযোগ পাওয়া গেছে।

শেষ মুহূর্তের রদবদল ও ঘোষণা

গত ২ জুন দৈনিক ইনকিলাবে প্রকাশিত প্রতিবেদনে মাদ্রাসা ছাত্র এবং মাস্টার্স ছাত্রদের জন্য চ্যান্সেলর পুরস্কার না থাকায় এবং অনুষ্ঠানে সনদ বিতরণ পদ্ধতি সম্পর্কে নেতিবাচক প্রতিক্রিয়ার কথা উল্লেখ ছিল। পরবর্তীতে বঙ্গভবনে কেবলমাত্র বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের ছাত্র-ছাত্রীদের সকলের মধ্যে চ্যান্সেলর কর্তৃক সনদ বিতরণ করা হয়। পরে গতকাল শিক্ষামন্ত্রী মাদ্রাসা এবং মাস্টার্স-এর কৃতী ছাত্রদের মধ্যে আগামী বছর থেকে পুরস্কার প্রদানের ঘোষণা প্রদান করেন।